ত্রিপুরা মহিলা কমিশন

মেলারমাঠ ◻ আগরতলা - ৭৯৯ ০০১ ◻ পশ্চিম ত্রিপুরা।

রেফ্ নং ঃ   তারিখ ঃ

F.7(1)-SWC/SHW/SI.486/10

প্রেস রিলিজ

ক্রীড়াদপ্তরের সময়োচিত পদক্ষেপ সাহানারার স্বপ্ন পূরণের সহায়ক হবে : মহিলা কমিশন

বিগত ২৭-১২-১০ এ কমিশনে লিখিত অভিযোগ জমা দেবার প্রেক্ষিতে ২৮-১২-১০ এ কমিশনের ৩ জন সদস্য আগরতলা মহিলা কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রী স্বনামধন্য খেলোয়াড় শ্রীমতী সাহানারা বেগমের নন্দননগর হরেকৃষ্ণ পাড়ার বাড়ীতে গিয়ে ঘটনাসম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেন। সাহানারা বেগম জানায় ছোটবেলা থেকে খেলার ওপর অসীম আগ্রহ থাকায় মাত্র ১০ বছর বয়সে ২০০১ সালের জানুয়ারী মাসে সে ইন্দ্রনগর আই টি আই প্লে সেন্টারে এ্যাথলেটিক্স খেলোয়াড় হিসেবে যোগদান করে। শৈশবে পিতৃহীন মুসলিম সম্প্রদায়ের অতিদরিদ্র বি পি এল পরিবারের কষ্টসহিষ্ণু মেয়েটি একাধারে পড়াশোনা ও খেলাধূলার অনুশীলন চালিয়ে যেতে থাকে। প্রতিদিনের কঠোর পরিশ্রম সাহানারাকে ত্রিপুরার খেলার জগতে 'সোনার মেয়ে' বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। ত্রিপুরার মেয়ে হয়ে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে National meet, Women's National Meet, Senior-Junior Meet, North East Games, 33rd National Games, 3rd National inter District Athletics Meet- এ প্রথম হয়ে খেলার জগতে ত্রিপুরার গর্বের মুকুটে সোনার পালক পরিয়েছে। অগণিত সিলভার ও ব্রোঞ্জ-এর সঙ্গে ৩০টির ও বেশী সোনা জয় করেছে। হতদরিদ্র পরিবারে ভাই ভাড়া করা অটো চালিয়ে বোনকে খেলাধূলা ও লেখাপড়া চালানোয় সাহায্য করে।

এহেন সম্ভাবনাময় মেয়েটিকে খেলার জগৎ থেকে দূরে সরে যেতে হচ্ছে প্রদীপ মালাকার নামে এক শারীর শিক্ষকের লোভের শিকার না হওয়ার জন্যে। প্রদীপ মালাকার ইন্দ্রনগর আই টি আই প্লে সেন্টারে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রশিক্ষক। এমনকি ২০০৭-এ খেলার জগতে অসামান্য স্বীকৃতিস্বরূপ সাহানারাকে শ্যামসুন্দর জুয়েলারী প্রদত্ত গোল্ড কয়েনটিও প্রদীপ হরণ করতে তৎপর হয়েছিল কিন্তু সফল হয়নি। অসীম ক্ষমতায় গর্বিত প্রদীপের কুৎসিৎ আবেদন বারবার প্রত্যাখান করায় প্রদীপ তারই কুকর্মের সঙ্গিনীদের সাহায্যে সাহানারার ওপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। এতেও সফল না হওয়ায় তার অনুশীলনে বাধা সৃষ্টি করে। নানাপ্রকার ভয় ভীতি দেখিয়ে তার সম্মানহানি ও প্রাণনাশের ভয়ও দেখায়। ভীত সন্ত্রস্ত মেয়েটি কারও কাছে এ ঘটনা জানাবার সাহস পায়নি; সোচ্চার প্রতিবাদও করতে পারেনি। এ কারণে গত ৭/৮ মাস সাহানারা অনুশীলনে যাবারও সাহস পায়নি। কেবলমাত্র মার কাছে সে সব ঘটনার কথা জানিয়েছে। খেলার জগৎ থেকে একেবারেই সরে যাবার কষ্ট নিয়ে, দুঃখে ও জেদে অতি সাহসী হয়ে সাহানারা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, মহিলা কমিশন ও ক্রীড়াদপ্তরের কাছে সমস্ত ঘটনা জানিয়ে লিখিত অভিযোগ দাখিল করেছে।

29-12-10

Archana Bhattacharya

ঘটনা এতদূর গড়াবার পরও অসীম সাহসী প্রদীপ মালাকার গতকাল সন্ধ্যায় সাহানারার বাড়ীতে গিয়ে প্রথমে তার কাছে ক্ষমা চায়। তার ভাইকে নতুন অটো কিনে পারমিট সহ ভেট দেবার প্রলোভন দেখিয়ে ঘটনাটির মীমাংসা করতে চায়। সাহানারা কোন প্রলোভনের ফাঁদে পা না দেওয়ায় আবারও তাকে এবং তার পরিবারকে প্রাণনাশের হুমকী দেয়। কর্তৃপক্ষ সহ সকলের কাছে সাহানারার একমাত্র আবেদন তার মত আর কোন মেয়েকে শুধু মেয়ে হওয়ার অপরাধে প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও যেন জীবনে হেরে যেতে না হয়।

আগামী ৪ঠা জানুয়ারীতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের খেলার সফল ছাত্রী এবার ভয়ে অনুশীলনী থেকে নিজেকে দূরে রেখেছে বলে জানায়। কমিশনের তরফে তাকে স্বপ্ন পূরণের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। এই উদ্দেশ্যেই কমিশন সদস্যারা আজই ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তার সঙ্গে দেখা করে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ জানিয়ে তার আশু সমাধান দাবী করেছেন। অধিকর্তা অবশ্য দুঃখের সঙ্গে জানালেন তিনি সাহানারার অভিযোগের কোন কপি পাননি। তবে পত্রিকার খবরে নিজে তৎপর হয়ে তিনি ঘটনাটি সম্বন্ধে খোঁজখবর করে ২/১ দিনের মধ্যে ব্যবস্থা নিচ্ছেন। কমিশনের অনুরোধে আসন্ন খেলায় সাহানারা যাতে অংশগ্রহণ করতে পারে তা তিনি দেখবেন বলে জানিয়েছেন।

আশ্চর্যের ব্যাপার ২০০৯-এ মেলাঘর খেলার ক্যাম্পে কোন এক শারীর শিক্ষকের ছাত্রীকে যৌন নির্যাতনের মত কলঙ্কিত ঘটনার কথা এবং কিছুদিন আগে বাঁধারঘাটস্থিত স্পোর্টস স্কুলের ঘটনা কমিশনের তরফে বারবার ক্রীড়াদপ্তরে জানানো সত্ত্বেও এ ঘটনাগুলোর সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা কমিশন জানেনা। এমনকি ঘটনাগুলোর পরিণতি সম্পর্কে কমিশনকে জানানোর সৌজন্যটুকুও ক্রীড়াদপ্তর দেখাননি। ঐসব ঘটনায় দপ্তর উপযুক্ত ব্যবস্থা নিলে সাহানারার সঙ্গে প্রদীপ মালাকারের কুৎসিৎ ব্যবহারের বর্তমান ঘটনাটি হয়তো ঘটতোনা। এসব স্পর্শকাতর ঘটনায় কর্তৃপক্ষ উদাসীন থাকলে মেয়েদের প্রতিভার স্ফূরণ হতে পারবেনা। প্রতিভা ও যোগ্যতা থাকলেও কেবল নারী হবার যন্ত্রণায় কোন মেয়ে সাহানারা হয়ে খেলার বিশ্বে ত্রিপুরার সম্মানকে জগৎসভায় প্রতিষ্ঠিত হতে দেবেনা।

সাহানারা আজও কমিশনে আসার পরে কমিশন তাকে স্পোর্টস অধিকর্তার সঙ্গে দেখা করতে পাঠায়। এই মাত্র সাহানারা কমিশনকে জানায় যে অধিকর্তা নিজে তার বাড়ীতে গিয়ে আগামী উত্তর পূর্বাঞ্চলের খেলায় অংশ গ্রহণের জন্য অনুশীলনের সব ব্যবস্থা করেছেন এবং অভিযুক্ত কোচ প্রদীপ সরকারকে সরিয়ে দিয়ে নতুন কোচ নিয়োগ করেছেন । তিনি প্রয়োজনে সাহানারাকে সব রকম সাহায্যের আশ্বাসও দিয়েছেন। কমিশন চায় উপযুক্ত পরিবেশের সুযোগ কাজে লাগিয়ে সাহানারা তার প্রতিভার বিকাশ ঘটাক এবং ত্রিপুরাকে গর্বিত করুক।

২৯।১২।১০

মেম্বার সেক্রেটারী
ত্রিপুরা মহিলা কমিশন